দৈনিক ইত্তেফাক
18 OCT 2007

ঢাবি থেকে ৮১৪ জনকে পিএইচডি এবং ৬৩ জনকে এমফিল প্রদান

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি এবং এমফিল ডিগ্রীধারী গবেষকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ৮শ ১৪ জন গবেষক পিএইচডি এবং ৬শ ৩৬ জন গবেষক এম.ফিল ডিগ্রী লাভ করেছেন।

এছাড়া কয়েকটি দেশের গবেষক এ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন। স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত গবেষণা সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় গবেষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এসএম এ ফায়েজ বলেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই দেশের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাবতে হয়।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ডের আদলে সম্পূর্ণ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু করে। প্রাথমিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা দ্রুত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতি লাভ করতে শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে অনেক শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য না গিয়ে দেশেই গবেষণা করেন। জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত ৭৩ জন গবেষক পিএইচডি লাভ করেন। তবে সেই সময়ে এমফিল ডিগ্রীর ব্যবস্থা না থাকায় কোন গবেষক এ গবেষণায় যুক্ত ছিলেন না।

স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। স্বাধীনতার পর ৭৪১ জন গবেষক পিএইচডি লাভ করেন। এমফিল ডিগ্রী লাভ করেন ৬ শ ৩৬ জন গবেষক।

সর্বশেষ গত ১৩ আগষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে অনুমোদনের পর ১৪ আগষ্ট সিন্ডিকেট ২৩ জন গবেষককে পিএইচডি এবং ৪১ জনকে এম.ফিল প্রদান করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত গবেষণার সুযোগ-সুবিধা থাকায় ৪টি দেশের গবেষক গবেষণা করছেন। তন্মধ্যে শ্রীলংকার দুই জন এবং মরিশাসের, মিশরের, সৌদি আরবের একজন করে।

মরিশাসের মি. জংশী হরিনারায়ণ সিং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আব্দুস সালামের অধীনে, সৌদি আরবের আহমেদ মর্সি ইব্রাহিম দেইয়ামা আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমানের অধীনে এবং মিশরের আল কাশামী আহমেদ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিনের অধীনে গবেষণা করছেন।